Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাতৃভাষা বাংলা শেখার প্রাথমিক স্তর: সমস্যা ও কর্তব্য

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাশিদা জামান
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.12
Pages	217-230
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মাতৃভাষা বাংলা শেখার প্রাথমিক স্তর: সমস্যা ও কর্তব্য

রাশিদা জামান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। শোনার উদ্দেশ্য, কিভাবে শোনার ক্ষমতা বাড়ান যায়, বলার অভ্যাস, পড়ার তাৎপর্য এবং লেখার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ইউরোপ আমেরিকায় যে ধরণের কাজ হয়েছে[১] আমাদের দেশে সে ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা যথাযথভাবে হয়নি। শিক্ষার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের সঠিক পদক্ষেপ মাতৃভাষা বাংলা শেখার ক্ষেত্রে কি হবে–সে কাজও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে করা হয়নি। সাধারণভাবে শোনার ভুলগুলো কি? আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতার কারনে যে ভুল, তার রূপ প্রকৃতি কি? কি প্রক্রিয়ায় তা নিরাময় সম্ভব–এই সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষক শিক্ষার্থী সমন্বয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার আরও প্রয়োজন রয়েছে। বাক্য গঠন রীতি, শব্দ ও ধ্বনি উচ্চারণ করতে না পারা এবং বক্তব্য অনুধাবন করতে না পারার মূল কারণ: আমাদের দেশের আঞ্চলিক উপভাষার বিভিন্নতা। সুতরাং ভাষা শেখায় চলিত রীতির বাক্য, ছবির পড়ার সাথে গদ্য ভঙ্গি বা পদ্য ভঙ্গিতে, অনুশীলন করার জন্য যথেষ্ট সময়, ধৈর্য এবং উন্নতমানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

শোনা বলার ব্যাপারটিকে পড়া লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হলে আঞ্চলিক ভাষায় শোনা বলায় অভ্যস্ত শিশুকে নির্ভুল ধ্বনি দ্যোতনায় তার কান, কণ্ঠ ও বাচন ভঙ্গীকে অনুশীলন করাতে হবে। আনন্দ ও ঔৎসুক্য বজায় রেখে, চলিত

রীতির বাচন ভঙ্গীতে অভ্যস্তও করতে হবে। মাতৃভাষা বাংলায় বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে পাঠদান এবং পাঠ শেখাকে, কিভাবে সহায়ক পরীক্ষণ উপকরণাদির দ্বারা নিশ্চিত করা যাবে বা অনুশীলন করানোর ব্যবস্থা দিতে হবে সেই মাত্রা নির্ধারণে ভাষার অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উপযোগ্যতাগুলি যথেষ্ট সহায়ক। এই উপযোগ্যতাগুলি সামনে রেখে পাঠদান এবং গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং অসুবিধা নিরূপণ করা সহজ হবে। উপায়গুলো মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলভাবে নির্ধারণ করার জন্য নানা পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য সেই ব্যবস্থা কি হতে পারে– বিষয়টি সাবধানতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে।

শিশুদের ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারটির তত্ত্বীয় দিকের চেয়ে বাস্তব দিকটি অনেক বড়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শোনা ও বলার গুরুত্ব ভাষা শেখার যে বাস্তব প্রত্যক্ষ দিকটি উন্মোচিত করছে সে বিষয় শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। গানে যেমন কথা আর সুরের যাদুর সমন্বয় থাকে তেমনি শিশুর জন্য লেখা বইতে থাকতে হবে ধ্বনি ও ছন্দের যাদু। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগরের *বর্ণ পরিচয়* বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্যটি করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তা স্মর্তব্য–

> "বাংলা ভাষাকে পূর্ব পরিচিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব প্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ স্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।[২]

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারায়–স্বাধীন মানুষের জীবন শিক্ষার বাহন রূপে যে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে স্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল সে ভাষায় শিশুর মুখে বুলি ফোটাতে হবে সযত্নে।

গান যিনি রচনা করেন, যিনি সুর দেন, তার মনের সামনে সুকণ্ঠ গায়ক/গায়িকার উপস্থিতি যেমন অপরিহার্য আজকের শিক্ষক ও ভাষা বিজ্ঞানীর সামনে তেমনি শিশুর সতেজ জীবনময় কণ্ঠ, প্রাণময় আনন্দ, কৌতূহলী দৃষ্টি, উদ্দীপিত

চিন্তা শক্তির উপস্থিতিও সমান প্রয়োজন। বার্ণাড শ' এর *পিগমিলিয়ন* বা *মাই ফেয়ার লেডী* সকলের জন্য স্মরণীয়। শোনা আর বলা কিভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি আছে? শোনা বলার ক্ষেত্রে ভুলগুলো কি এবং সেই ভুলগুলো উত্তরণের উপায় কি-এই পথ ধরেই ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করে ইভ ভি ক্লার্ক উপসংহারে বলেছেন—

> "The Fact that children's misuses and errors in speech are potentially revealing of what they know about their language and, in particular, about the meaning it can be used to express."[৩]

কিভাবে চলিত রীতিতে কথা শোনা এবং বলায় শিশুকে অভ্যস্ত করব? কিভাবেই বা তার শোনা বলার ভুলগুলি আমরা চিহ্নিত করব? কেন সেগুলি চিহ্নিত করা দরকার? বাক্য গঠনরীতি, শব্দ উচ্চারণ, মূল ধ্বনির পরিচয় শুনে শুনেই শিক্ষার্থী বলতে শিখছে। শুনে বুঝে বলতে পারলেই সে স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে এবং শুনে শুনে, দেখে দেখে বা নিজে ভেবে চিন্তে লিখতে পারবে। ভাষার মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য সামনে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক জন ডব্লিউ ওলার জুনিয়র।[৪] মনে রাখতে হবে ভাষা শেখার মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর জ্ঞান বা স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা অপেক্ষা ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্থাৎ বাক্য গঠন, শব্দ ভান্ডার ও ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণের দক্ষতা যাচাই মুখ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়য়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে মাতৃভাষা বাংলা শেখার জন্য 'আবশ্যকীয় শিখন ক্রমে' চিহ্নিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপযোগ্যতা সমূহ কতটা নির্ভরযোগ্য তা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের সুবিধার্থে মূল্যায়ণ উপকরণ সরবরাহ করার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়ণ উপকরণ পাঠদানের সহায়ক উপাদান। প্রাথমিক স্তরে শুনতে ও বলতে শেখার ওপর গুরুত্ব আরোপের ফলে শিক্ষার্থী কতটা শুনতে ও বলতে পারে মূল্যায়নের সাহায্যে তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুদের 'আবশ্যকীয় শিখনক্রম' ভিত্তিক মাতৃভাষা বাংলা শেখায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের কলা-কৌশল উদ্ভাবন পড়া ও লেখা শেখার

ক্ষেত্রে[৫] হওয়ার পরই, শোনা ও বলার উপর সমীক্ষা কত জরুরী তা উপলব্ধ হয়। সেই কারনেই সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ, সরকারী বেসরকারী স্কুলসমূহ পরিদর্শন করা হয়। টেপ রেকর্ডার ও ভিডিও ফিল্মের সাহায্যে পড়া লেখার প্রস্তুতি মূলক কাজ হিসাবে শোনা ও বলার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক কতটা সচেতন বা কি ভাবছেন, এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরীভাবে কতটা অনুসৃত হয়েছে—তা জরিপ করে দেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মনে রাখতে হবে সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় লেখাপড়াকে শোনা বলার সঙ্গে একত্র করাও বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্টের একটি নতুন এবং আধুনিক পদক্ষেপ ছিল। সুতরাং সময়ের ব্যবধানে সেই পরিবর্তনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী কতটা বাস্তব সম্মত ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট—তা যাচাই করাও দরকার। তাছাড়া কোন ভুল পদক্ষেপ নিয়ে থাকলে তা শোধরাবার মানসিকতা নিয়ে সত্যপথের দিক নির্দেশনার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম ভিত্তিক মাতৃভাষা বাংলা পড়া ও লেখায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী) পৃষ্ঠা ৯ এ উল্লেখ করা হয়েছে "ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো ভাষার আঞ্চলিক রীতি। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য ছাড়াও বাক্য গঠন পদ্ধতি ও স্বরভঙ্গীর ভিন্নতাও উল্লেখযোগ্য।"[৬] এই আঞ্চলিকতা পরিহার করার কথা বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট উপায়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই এ ব্যাপারে শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে এ বিষয়ে সঠিক পথ কি তা নির্ণয় করা দরকার। অর্থাৎ এমন কতগুলি মূল্যায়ণ উপকরণ দরকার যার সাহায্যে বোঝা সম্ভব বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত উপযোগ্যতা শেখা সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ণ উপকরণ কি ধরনের হতে পারে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে সাবধানে নির্ধারণ করা দরকার।

আমাদের বর্ণমালায় ১১টি স্বরধ্বনি ৩৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং এই সব ধ্বনি উচ্চারণ স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পড়তে জানে না সেও কিন্তু শুনে বুঝতে পারে, বুঝে কথা বলতে পারে। শোনা ও বলা এ দু'টি দক্ষতা মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনে জন্মাবধি সহায়তা করে। শোনা এবং বলাকে কাজে লাগিয়ে শুধু ভাষা জ্ঞান নয় সমস্ত বিষয় জ্ঞান আয়ত্ব করা সম্ভব।

সুতরাং আমাদের বলায় এই ধ্বনিমালাই উচ্চারিত হয়। আমাদের শোনায় এই ধ্বনি তরঙ্গই একটির পর একটি শ্রুতিগোচর হয়। মনে রাখতে হবে আমাদের সাধু ভাষা ভাষার লিখিত রূপ। সেই অবস্থায় আমরা পড়ে, বুঝে তারপর লিখে আত্মপ্রকাশ করেছি। অর্থাৎ মাতৃভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মত করে শিখেছি। মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষা শেখা দুটি ভিন্ন ব্যাপার। মাতৃভাষার শব্দ ভান্ডার বাক্যাবলী আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত শিশুর পক্ষেও বোঝা দুঃসাধ্য নয়। কেননা এই শব্দ ভান্ডার তার জীবন ও সংস্কৃতির অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ইংরেজি শ্রুতি শিক্ষা* বই এর 'শিক্ষকদের প্রতি নিবেদনে' দ্বিতীয় ভাষা শেখা সম্পর্কে বলেছেন–

> ইংরেজী শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই শ্রুতি শিক্ষা শেষ করিলে বই পড়িবার অবস্থায় বালকদের অধ্যয়ন কার্য অনেক সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।[৭]

যেভাবেই হোক পড়ার জন্য শিশুকে বাক্য, বাক্যস্থিত শব্দ ও বর্ণ জানতেই হবে। মাতৃভাষা যেখানে আঞ্চলিক উপভাষা সেখানে চলিত ভাষারীতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে বাক্য, শব্দ ও বর্ণ চেনানোর উপায়ও কিন্তু 'শ্রুতি শিক্ষা'। চলিত ভাষারীতির শ্রুতি শিক্ষা বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ঐ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন–

> "এই গ্রন্থের এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবে তখনই সেই অংশ তাহাদিগকে মুখে বলাইবার সময় আসিবে।"

'কানে' এবং 'কণ্ঠে' ভাষাটা অভ্যস্ত করে নেবার কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত নয় অনুধাবন করার কথাটিও যুক্ত হয়েছে। বোঝার জন্য শিশু শব্দ এবং পদের পার্থক্য শুনে শুনে বলে বলেই শিখতে পারবে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরও নামপদ ও বিশেষণ পদ দিয়েই তার প্রথম পাঠ রচনা করেছেন। বড় গাছ, লাল ফুল। ২য় ও ৩য় পাঠে ক্রমান্বয়ে হাত ধর, মেঘ ডাকে, এভাবে ক্রিয়া পদ এসেছে। রবীন্দ্রনাথও ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানোর কাজে প্রথমে নামপদ ও বিশেষণ পদই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষাদানে *সহজ পাঠে* বর্ণগুলোর মূল ধ্বনিই ছড়ার সাহায্যে শুনতে ও বলতে শিখিয়েছেন:[৮]

> "ছোট খোকা বলে অ আ
> শিখেনি সে কথা কওয়া"

বাংলাদেশে ভাষার মৌখিক প্রয়োজন অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা এ যাবৎ কাল ছড়া, গল্প, কথোপকথন ইত্যাদির সাহায্যে যতটা সম্ভব চলিত ভাষারীতি শিশুকে আয়ত্ব করাতে চেষ্টা করেছি। এখন আমরা শোনাকে পড়ার সঙ্গে যুক্ত করে উপযোগ্যতা পাচ্ছিঃ "বাক্য, শব্দ, বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।"

আমরা চিন্তার আর একটু গভীরে প্রবেশ করলে বুঝতে পারব বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে বাক্যটি একটি অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে ছবির অনুষঙ্গে চিন্তা বা পরিচিতি বহন করে। বাক্যটি অর্থময়তায় অনিবার্য হয়ে হৃদয়ে গেঁথে গেলেই শব্দটি চিন্তাকে নাড়া দেয়। শব্দটি মনে আনন্দের ভাব এবং ছবি জাগিয়ে তুললেই শুধু মাত্র শব্দ ভেঙে বর্ণগুলি জানতে শিশুর আগ্রহ জন্মাবে। সুতরাং পরিচয়ের জন্য নির্ধারিত যে বর্ণ, সেটি একটি ধ্বনির প্রতীক। সেই ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ সামনে রেখে শব্দটি ছবির অনুষঙ্গে উচ্চারিত না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেটা উচ্চারণ করা, চেনা ও জানা সম্ভব নয়। অবশ্যই এ সব কথা ভাবার প্রয়োজন আছে। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শোনা বলার পরই লেখা পড়ার কাজ যুক্ত। এর জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন তাও সরেজমিনে পরখ করে দেখা দরকার। আবার সবার ক্ষেত্রে এই সময়ের পরিমান এক নাও হতে পারে। শব্দের প্রথম ধ্বনিটি ও মধ্যবর্তী বা শেষ ধ্বনি উচ্চারণে একই ধরনের ঝোঁক বা জোর পড়ে না। শুধু মাত্র একটি বাক্য কয়েকটি শব্দ ও বর্ণ জানলেই পড়া শেখা হবে না। এটুকু কাজেই ক্লান্তি না এনে, সবাইকে আনন্দে উৎফুল্ল রেখে, বার বার পুনরাবৃত্তি করে রপ্ত করান কিন্তু কঠিন কাজ। তাছাড়া একবারে হঠাৎ একটি বাক্যই শিশুর মনে প্রার্থিত ঔৎসুক্য ও আনন্দ নাও সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং ছবি বা ছবির পড়ার সাহায্যে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শোনা বলায় উৎসুক করে পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করান অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

এছাড়াও এতগুলি বর্ণ পর্যায়ক্রমে যখন আসবে তখন শব্দের শুরুর ধ্বনিটি এবং ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ শুনিয়ে বর্ণ উচ্চারণের সুযোগ বই এর সব পাঠে নাও থাকতে পারে। স্বর চিহ্ন যুক্ত হয়ে ধ্বনির যে উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তা শিশুর কাছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার মত দীর্ঘ পদক্ষেপ। সেই একই কারনে যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শুনে যুক্তবর্ণ দুটি কি কি শিশুর পক্ষে তা বোঝাও দুরূহ।

যে সব স্কুলে শিশু শ্রেণী রয়েছে সে সব স্কুলে শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে পরোক্ষভাবে বর্ণমালা উচ্চারণ করিয়ে এক ধরণের প্রস্তুতি নিতে দেখা গিয়েছে। এই বর্ণমালা উচ্চারণ করানোতে তারা বাক্য এবং শব্দের চার্টের সাহায্য নিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাক্য গঠন রীতি, শব্দ, এক রকম নয়। অনেক অঞ্চলের বর্ণমালার কিছু কিছু ধ্বনির উচ্চারণও অনুপস্থিত। মহাপ্রাণ, স্বল্প প্রাণ, ঘোষ, অঘোষ ধ্বনিরও উচ্চারণ পার্থক্য নেই। এসব ক্ষেত্রে 'মিনিমাল পেয়ার'-এর টেষ্টের সাহায্যে প্রাক মূল্যায়ন করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর একই উচ্চারণজনিত ত্রুটিসমূহ পাওয়া যায়।

পূর্ব প্রস্তুতি মূলক শ্রেণীতে 'আমার বই' পূর্ব প্রস্তুতি মূলক পাঠ নিঃসন্দেহে শোনা ও বলার জন্য একটি বিজ্ঞান সম্মত পদক্ষেপ। বিশেষ একটি ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করে, ছবি দেখে ছড়া আবৃত্তি করে মনে রাখা সহজ। ছবি দেখে ছড়া বলে সেই বিশেষ ধ্বনি সম্বলিত শব্দও মনে রাখা সহজ। এভাবে ধ্বনিটির উচ্চারণ ও আকৃতি মনে রাখাও পাঠ প্রস্তুতির কাজ হিসাবে সহায়ক কাজ। মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষার এক একটি অক্ষরের গঠন, একবারে একটি বাক্যে, কখনও কখনও শুধু মাত্র শব্দের মধ্যে দেখে শুনে ও বলে মনে রেখে পড়া ও লেখা সহজ নয়। এটি ছোট শিশুর জন্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। 'আমার বই' এই বাক্য থেকে পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণ করা, মনে রাখা এবং লেখা শেখার জন্য কতটা সময় প্রয়োজন এটা জরিপ করা হয়নি। বিশেষ করে যেখানে কার চিহ্ন যুক্ত শব্দ মূলধ্বনি উচ্চারণে পরিবর্তন সাধন করে। অনুশীলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর মেধা ও ক্ষমতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সময়ও প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতিতে বর্ণ মালার যে ধ্বনিগুলি পরিচিত, শব্দে বার বার আসে, সেই ধ্বনিগুলি বার বার উচ্চারণ করে দেখে জেনে চিনে এলে অল্প প্রয়াসেই পাঠ আয়ত্ত করা সম্ভব।

বাংলাদেশে মাতৃভাষা বাংলা শেখায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি অপরিহার্য বিবেচনা করা হয় তবে সেই ভাষা শেখার বিভিন্ন ধাপের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। শিশুর বয়স, মানসিক ও শারীরিক গঠনের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে এবং নিজস্ব নিয়মও রয়েছে। সেটি অস্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। অন্যান্য দেশে শিশুর জন্য প্লে গ্রুপ, তার পর কেজি ওয়ান, টু অবশেষে ক্লাস ওয়ান রয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অবলম্বন করে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে ধীরে ধীরে শিশুকে প্রস্তুত করে প্রথম শ্রেণীর উপযোগী করা হয়। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা বিজ্ঞান সম্মত বিধায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনেক স্কুলেই অনুরূপ শিশু শ্রেণী প্রারম্ভিক স্তর তারপর প্রথম শ্রেণী রয়েছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে এই গুরুত্ব এখনও স্বীকৃত নয়। এ ধরনের নানা রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা

বাধ্যতামূলক শিক্ষার কার্যকারিতাকে বিঘ্নিতই করছে। উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের কার্যকরী বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র একই পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণী বিন্যাস প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের বিজ্ঞান সম্মত সহায়ক উপকরণাদির শুধু উদ্ভাবন নয়, প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও সুলভে বিতরণও আবশ্যক। অথচ মুল উপকরণ পাঠ্যবই-এরই চাহিদা অনুযায়ী যেখানে অপ্রতুলতা এবং যা ছিল তাও বিনা চিন্তায় যেখানে বাতিল করা হয় সেখানে কি আশা করা যায়? গাছ তলায় শিক্ষাদান আমাদের জন্য নতুন নয় কিন্তু সেই শিক্ষা যদি অপরিকল্পিত এবং লক্ষ্য মাত্রা বর্জিত হয় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ী থাকবে।

শিক্ষা উপকরণে ছবি, চার্ট, ছবি ও বাক্য চার্ট, শব্দ চার্ট, বর্ণ চার্ট, যুক্তাক্ষর চার্ট, মিনিম্যাল পেয়ার চার্ট, অন্যান্য পরীক্ষণ উপকরণাদি, নিরাময় ও অনুশীলন উপকারণাদি প্রস্তুত করে বিতরণ করে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ হবার সুযোগ দেয়া অপরিহার্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির প্রতিযোগিতার মাপকাঠি ভাষা পরীক্ষার পূর্ণ দক্ষতায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এই সব পরীক্ষায় টেপ রেকর্ডার এর সাহায্যে শোনা বলা ও ভাষা অনুধাবনের মান যাচাই করা হয়ে থাকে। স্যাট, টোয়াফেল, জি, আর. ই. পরীক্ষায় সফলতার এক বড় অংশ নির্ভর করে ভাষার পূর্ণ দক্ষতা–বিশেষত শোনা, বলা ও অনুধাবন ক্ষমতার ওপর। উল্লেখযোগ্য যে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের মাতৃভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা প্রচার-মাধ্যমসমূহে প্রচারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে শিক্ষামূলক ভিডিও ও অডিও ক্যাসেট রয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই সচেতনতার এখনো অভাব রয়েছে। প্রসঙ্গত রোনাল্ড ল্যাঙ্গাকারের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন–

> – A person is radically mistakin to assume that the nature of language is self evident or to conclude that we know all about a language just because we speak it. Gradually, however, we are laearning about this rather remarkable and purely human instrument of communication."[৯]

অন্যত্র তিনি Applied linguistics এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন–

the attempt to put the insights resulting from lingustic research to practical uses, particularyly in the area of language teaching.

লেখকের মতে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে;

phonetics. the analysis of speech sounds. with respect to thier articulation, acoustic, and perception:[১০]

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রায় একশত চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে *বর্ণ পরিচয়* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগ বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে লেখা হলেও বর্ণের ক্রম অনুযায়ী মূলধ্বনি শব্দে ও ছবির সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে শব্দ ও কার চিহ্ন যুক্ত শব্দমালা বিন্যাস করা হয়েছে। শব্দ পরিচয়ের পর বাক্য বিন্যাসের সাহায্যে পাঠগুলি ২০টি পাঠে সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগেও সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো শব্দের সাহায্যে উপস্থাপন করে পরবর্তী পাঠে বাক্য বিন্যাসের সাহায্যে যুক্ত শব্দগুলির প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে অর্থময় ভাবে উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় ছবি সংস্থাপনে পাঠগুলির কার্যকারিতা শ্রেণীকক্ষে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের গতানুগতিক পদ্ধতির ব্যাকরণেও প্রথমে ধ্বনিতত্ত্ব, তারপর শব্দতত্ত্ব ও পরে বাক্যতত্ত্বের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক থেকে নোয়াম চমস্কি শাসিত ভাষাতত্ত্ব চর্চায় বাক্যতত্ত্বের ওপরে জোর পড়েছে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি। তবে লক্ষণীয় পাশ্চাত্ত্য-অনুসরণের আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সহজ পাঠে* বাক্যের ওপরে জোর দিয়েছেন। আধুনিক কালে ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার এ বাক্যতত্ত্ব থেকে শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে উপনীত হওয়াই বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

সময়ের ব্যবধান ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিন্নতার কারণে এবং সাধু ভাষারীতি অনুসরণ করায় বিদ্যাসাগরের বই-এর আবেদন আজকের বাংলাদেশের জীবনের পটভূমিতে প্রাসঙ্গিকতা, তাৎপর্য ও যোগসুত্র স্থাপনে হয়ত পুরোপুরি সার্থক নয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, সুখলতারাও, 'আনন্দ পাঠে'র বিভিন্ন বই এবং গীতা বন্দোপাদ্যায়ের বইগুলো চলিত রীতিতে লেখা হলেও তার আবেদনও আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। কবি মঈনুদ্দীন রচিত 'সবুজ সাথী' বইটি সাধু ভাষারীতিতে লেখা ছিল।

পরবর্তীকালে 'আমার বই প্রথম ভাগ' লেখার সময় যথাসম্ভব আধুনিক জনজীবনের অগ্রসরমান চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে, গ্রামীণ ও নগরজীবনের সমন্বয় ঘাটিয়ে ছবিতে দুটি শিশু চরিত্রের জীবনের পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলী যুক্ত করে শোনা বলার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বইটি বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে লেখা হয়। বইটির প্রথম তেইশ পৃষ্ঠায় শোনা ও বলার জন্য পড়া ও লেখার বাক্যগুলোরই পুনরাবৃত্তি ছিল। প্রথম তেইশ পৃষ্ঠায় ছবির পড়ার সাহায্যে চলিতরীতিতে নির্ধারিত বাক্য, ছড়া, কবিতা–শোনা ও বলার পর পাঠের অংশে পুনরায় বাক্য শোনা ও বলা, এরপর শব্দ শোনা ও বলা, শব্দ ভাঙা ও ধ্বনি ও বর্ণ উচ্চারণ পরিচয় ঘটিয়ে পড়তে শেখা, লিখতে শেখার পাঠ দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক নির্দেশিকা রচনার বিলম্ব ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে শিক্ষক নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্তি, অর্থাৎ পাঠ্যবই ব্যবহারে করে কি ভাবে ভাষা শিক্ষাদানকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান সম্মত করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশের অভাব ছিল। এটি কেবল তত্ত্বীয় ব্যাপার নয়। কি ভাবে বাক্য, শব্দ ও ধ্বনি সম্পর্কে শিক্ষকের কান, কণ্ঠ, অর্থাৎ শোনা ও বলাকে প্রশিক্ষিত করতে হবে সে ব্যাপারটি শিক্ষক প্রশিক্ষণে মুখ্য হয়ে ওঠেনি।

আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত শিক্ষককে এই ভাষা প্রয়োগের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী। লক্ষ্য করা গেছে, প্রাথমিক স্কুলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক 'সালামের' পরিবর্তে যখন 'ছালাম' উচ্চারণ করেন তখন শিক্ষার্থীরাও উচ্চারণ করে 'ছালাম'; কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারো কানে ত্রুটিটি ধরা পড়ে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে লক্ষ্য করা গেছে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা যদিও চক বোর্ডে লেখার সময় 'পেট' শুদ্ধ বানানে লিখছে কিন্তু উচ্চারণ করার সময় তারা উচ্চারণ করছে 'প্যাট'। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও "সিংহের গর্জন' শব্দ দুটি লেখার সময় তারা রেফের ব্যবহার একেবারেই করেনা অথচ না লিখলেও সঠিকভাবে পড়ে যায় এটিও বিস্ময়কর। বাংলা ভাষা পঠন পাঠনের প্রাথমিক ধাপগুলো সুশৃঙ্খল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ শিশুর পক্ষে একবারে যতটা আয়ত্ব করা সম্ভব তা বিচার করে পাঠ ভাগ করতে হবে। এ ভাবে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য বইটির পরিকল্পনার সঙ্গে ভাষা শেখার ধাপগুলোকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে প্রথম দিকের এই অংশ গুলোকে এক একটি ধাপ মনে করে তার সঙ্গে প্রচুর সহায়ক উপকরণ ও কার্যক্রমের পরিকল্পনা না করলে পাঠের যোগ্যতা অর্জনে শিশু সক্ষম হবে না

প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্য বই শ্রেণী ভিত্তিক না হয়ে পাঠের ক্রম অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন বা জানা থেকে অজানার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতি শ্রেণীর জন্য একাধিক ছোট ছোট বই পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় কার চিহ্ন যুক্ত না করে, শব্দের প্রথম বর্ণে মূল ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ রেখে শব্দ নির্বাচন সম্ভব, যেমন—কলম, খড়, গম, ঘর, বল। এ সব শব্দ যোগে বাক্য গঠন সম্ভব; যেমন: 'আজ বড় গরম'। 'ঐ ঝড় এল'। ইত্যাদি। ছোট শিশুর জন্য 'আম' বলা ও পড়া যত সহজ 'মা' তত সহজ নয়। আ, া-কার ধ্বনি দুটো এক কিন্তু চেহারা আলাদা। ম এর আগে ধ্বনিটির রূপ আ, অন্য দিকে ম এর পরে এর রূপ ম+া। মূল ধ্বনির এই পরিবর্তন বলা যত সহজ মনে রেখে পড়া বা লেখা তত সহজ নয়। এখানে এসেই বেশির ভাগ শিশুরা আটকে যায়। পড়া মুখস্ত করে ফেলতে চায়। অথবা শুরু হয় বানান করে পড়ার প্রবণতা। পড়ার দক্ষতা অর্জিত না হওয়ায় স্বাধীন ভাবে সে কোন বই পড়তে পারেনা। অন্যদিকে লেখার সময় কারচিহ্ন যুক্ত করতে পারে না বলে পড়ে যায় বানান সমস্যায়। সুতরাং প্রথম পাঠে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত পাঠ বিন্যাসের কেবল সময়োপযোগী সংস্কার মাত্র প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাবর্ষকে একটি মাত্র বই নির্ভর না রেখে পাঠের ধাপ গুলো চিহ্নিত করে ছোট ছোট বই প্রস্তুতের সুযোগ দিলে বই গুলো আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী হবে। আশা করা যায় ব্যবসায়ীরাও উৎসাহিত হয়ে এ সব বই প্রকাশে এগিয়ে আসবে।

পদ্ধতির সঙ্গে উদ্দেশ্যের, উপলক্ষেরে সঙ্গে লক্ষ্যের, যোগাযোগ সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে আজ-এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য বড় হয়ে দাঁড়িয়ে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে পড়তে ও লিখতে শেখার জন্য বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনিমালার মূলধ্বনি স্পষ্ট কণ্ঠে যথাযথভাবে উচ্চারিত করাতেই হবে। অন্যদিকে বর্ণগুলোর গঠন বৈশিষ্ট জেনে স্পষ্টভাবে লিখতেও শেখাতে হবে। এই বর্ণগুলো পরস্পরের সঙ্গেযুক্ত করে প্রয়োজনীয় কারচিহ্ন ব্যবহার করে বুঝে লেখাতে ও পড়াতেও পারা চাই। কি বলছি, কি পড়ছি, কি লিখছি সে বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন না হলে ভাষা শেখা সম্ভব নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বই রচনা দুরূহ কাজ। প্রচুর সতর্কতা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে ভুল ত্রুটি নজরে পড়ার কথা। কল্পিত অবস্থা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে না মিললে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন হবেই। বাক্য ও শব্দের ধারণার সঙ্গে ধ্বনি ও বর্ণ-জ্ঞানের সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝে পড়তেও লিখতে শেখা শিশুর জন্যও কাজ। এই কঠিন কজটিই আবার শিশুকে

অনায়াসে আনন্দদায়ক ভাবে করতে শেখানো শিক্ষকের জন্য আরও দুরূহ। সেকথা মনে রেখে বইগুলির ব্যবহারযোগ্যতা বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকা দরকার। বই শিক্ষার একটি প্রধান উপকরণ কিন্তু একমাত্র উপকরণ নয়। পাঠ্য বাই রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক যেন নানাভাবে বইটি ব্যবহার করতে পারেন এ বিষয়টি গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখলেই ভাল।

ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে উচ্চারণগত ত্রুটি ক্ষমা করা হয় না। কেন না উচ্চারণ গত ত্রুটি অর্থ পার্থক্য ঘটায়। মাতৃভাষা শেখার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। প্রাচ্যে ভাষা শিক্ষার রীতি পদ্ধতি বহু পুরাতন। খৃষ্ট জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্বে মহা মনীষী পাণিনি ধর্মীয় ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষা-সূত্র তৈরি করেছিলেন। এ কাজ জগতের বিস্ময়।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর বইটি বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রথমে ছবির পড়া (অর্থাৎ ছবি দেখে বোঝা, ছবি দেখে নাম বলা, ছড়া বলা, গল্প বলা) সেই সঙ্গে মুলধ্বনি উচ্চারণ পরীক্ষার সুযোগও রেখে, পরীক্ষণ উপকরণাদি দিয়ে সাজিয়ে শব্দ ও বাক্যের মিশ্র রীতিতে তৈরি করে বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে হবে। পুরোপুরি শেখার জন্য কতটা সময় প্রয়োজন, তাও পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনুরূপভাবে প্রথম শ্রেণীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, ভাষা তৎপরতার পর্যায়ক্রমিক সুযোগ রেখে পরীক্ষামূলকভাবে, বই তৈরি করতে হবে। দু'টি বইতেই মাতৃভাষা বাংলার ধ্বনিমালার উচ্চারণ, সমাজ জীবনে ভাষার প্রয়োগ এবং শিশুমনস্তত্ত্ব অনুসারে ভাষার ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত মাতৃভাষা ইংরেজী শেখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্যা তা মাতৃভাষা বাংলা শেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে তুলনীয়।

> "First of all, there are millions of children whose only contact with Standard English is the classroom. The language of the home and of the streets or playground is substandard. If they are to acquire the standard Englilsh, it will be by dint of repetitive drill and systematic reinforcement, concentrating upon a amall number of items at a time, for the purpose of develping the correct form as a habitual and instantaneous response. Such teaching must be well planed; one cannot afford to waste time on what the student already commands. An effective

> program, therefore, must be based upon a constractive study of Standard English and the Substandard Dealect prevalent in the community in order to identify what must be emphasized and what can by safely ignored. This has given a new practical and pedagogical importance of the study of social dealects, especially those characteristic of our large urban centers. Several extensive projects are currently under way, notably in New York, Chicago, and Washington, D.C".

এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ আমাদরে দেশেও শুরু হয়েছে. এবং এর গুরুত্ব বাড়ছে। প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পরবর্তী যে কোন পদক্ষেপই আমরা নিই না কেন সে সম্পর্কে মনে নানা প্রশ্ন থেকেই যাবে।

বাংলাদেশে আঞ্চলিক উপভাষার বিভিন্নতার কারণে ভাষার বাচন ভঙ্গী, শব্দ সম্ভারের যে ঐশ্বর্য ও বিপুলতা আছে স্বাভাবিক কারণে ভাষার লিখিত রূপের মধ্যে সেই সাবলীল ঐশ্বর্যময় বাক্যাবলীর বর্ণচ্ছটা কেবলমাত্র সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই কথা উপলব্ধি করে প্রাথমিক পর্যয়ে ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির প্রতীক বর্ণগুলিকেই চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করে ছন্দময় পরিবেশনায় যে কবিতা বা ছড়া তৈরি করেছেন ভাষা শেখার আধুনিক প্রচেষ্টার পরীক্ষা নিরীক্ষার সেখানেই সূত্রপাত। তার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে এই সচেতন পরীক্ষা নিরীক্ষারই নানারূপ দেখা যায়। এই লক্ষ্যেই তিনি সহজ পাঠ ও *বাংলা ভাষা পরিচয়* বইগুলিও সচেতনভাবে লিখেছেন।

মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যে প্রতিফলিত আশা আকাঙ্ক্ষার ভাষার এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আনন্দ, বিশ্বাস এবং আশ্বাস ব্যক্ত হয় ভবিষ্যতের জন্য। তাই পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচীতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভারসাম্য রক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা বইগুলোতে সাহিত্য সংকলনের সাহায্যে ভাষা তৎপরতার ও ভাষা বোঝার যে সুযোগ রয়েছে তাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানের স্তূপীকৃত তথ্যের সংবাদসমূহ। যা মুখস্ত করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে যেয়ে ভাষা তৎপরতার মূল দক্ষতা: শোনা, বলা, পড়া, লেখার সমন্বয় সাধন হয় যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, না হয় সম্ভবই হয় না। আনন্দ কৌতূহল ছাড়া প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ অর্থহীন এবং কৃত্রিম হয়ে গেলে এই যোগসূত্র মন ও মস্তিষ্ককে মুখর করতে পারে না। সুতরাং ভাষার পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ যেমন রয়েছে তেমনি এর ছোট ছোট অংশগুলো কিন্তু উপেক্ষার নয়। মোজাইকের কাজের মত এর প্রতিটি উপকরণ বাছাই এবং

সংযোজনের জন্য সমীক্ষার সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যাবহার প্রয়োজন। মুখের ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য, শব্দ সম্ভার ও বাক্যের শৃঙ্খলাই পড়া ও লেখার ধ্বনিরূপের আকৃতির বৈচিত্র্য, শব্দ ও তার অর্থগত তাৎপর্য, বাক্য ও তার আকাঙ্ক্ষাকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থময় করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. Julian Dakin, 1973, *The Language Laboratory and Language Learning*, Longman, New impression 1976, দ্রষ্টব্য।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর চরিত্র, *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্ররচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্ব ভারতী, সংস্করণ ১৯৫৭, পৃ ৪৭৮.

৩. Eve V, Clark. Strategies for Communicating, in *Language and Language Use* 1980, Ed. A. K. Pugh, V.J. Lee and J, Swan, London: Heinemann, P 173.

৪. John W, Oller, Jr. 1979 *Language Test At School*, London, দ্রষ্টব্য

৫. রাশিদা জামান ও অন্যান্য, ১৯৮৯, *আবশ্যীয় শিলখনক্রম ভিত্তিক মাতৃভাষা বাংলা পড়া ও লেখায় পূর্ণ দক্ষতা* অর্জন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা

৬. রাশিদা জামান ও অন্যান্য, ১৯৯০, *রিপোর্ট;* অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ভিত্তিক মাতৃভাষা বাংলা 'শোনা' ও বলা'য় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের কলাকৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরিচালিত সমীক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইংরেজী শ্রুতি শিক্ষা*, শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন, *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত* সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী ১৯৭৬, পৃ. ৩৬৯

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সহজ পাঠ* দ্রষ্টব্য।

৯. Ronald W. Langacker, 1967, *Language and Its Structure*, New York: Hercourt, 1968, p 3

১০. ঐ, পৃ. ৬

১১. Albert H. Marchwordt, Linguistics and Instruction in Native Language, in *Linguistics*, 1967, Ed. Archibald A. Hill, Washington D.C. Reprint 1975, p 141.